বিআইডিএস এর বার্ষিক উন্নয়ন সম্মেলন : বাংলাদেশের ৫০ বছর উদযাপন

নানা সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ, পেছনে ফেলছে ভারত-পাকিস্তানকে

মাথাপিছু আয়ে পাকিস্তানকে ইতোমধ্যে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। আর ভারতকেও পেছনে ফেলবে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রাক্কলন করছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২ দশমিক ৫৪ শতাংশ হারে বাড়তো। এখন তা ৫ দশমিক ০৩ শতাংশ হারে বাড়ছে। শুধু মাথাপিছু আয়ই নয়, সামাজিক অনেক সূচকে বাংলাদেশে প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে এগিয়ে গেছে।

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

স্বাধীনতার পর যে দেশটিকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হতো, সেই দেশটি আজ দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশে পরিনত হয়েছে। গত ৫০ বছরে এতোটাই এগিয়েছে যে পার্শবর্তী ভারত ও পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে। উৎপাদন খাতের অগ্রগতি, নারী ক্ষমতায়ন ও নগরায়নসহ নানা খাতে প্রতিবেশীদের পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ।

ভারতের তামিলনাড়ু, কর্নাটক, কেরালা যেভাবে এগিয়ে গেছে, উত্তর প্রদেশ ও বিহার সেভাবে এগিয়ে যায়নি। এটা যেন ভারতের মধ্যে অন্য ভারত। একইভাবে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে যে উন্নয়ন হয়েছে সেভাবে পিছিয়েছে বেলুচিস্তান। কিন্তু বাংলাদেশে আঞ্চলিক বৈষম্যের আকার তাদের মতো নয়।

গতকাল নগরীর লেকশোর হোটেলে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) বার্ষিক উন্নয়ন সম্মেলন ২০২১-এ এসব তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশ ইন কমপারেটিভ পার্সপেক্টিভ প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরেন বিআইডিএস এর মহাপরিচালক ড. বিনায়েক সেন ।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, মাথাপিছু আয়ে পাকিস্তানকে পেছনে ফেলা বাংলাদেশ ভারতের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২ দশমিক ৫৪ শতাংশ হারে বাড়তো অথচ এখন এটা ৫ দশমিক ০৩ শতাংশ হারে বাড়ছে। ১৯৯০ সালে ভারতের মাথাপিছু আয় ৩ দশমিক ২৬ হারে বাড়তো। এখন কমে ১ দশমিক ১৪ হার হয়েছে। একইভাবে নব্বইয়ের দশকে পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ছিল ১ দশমিক ৬৯ শতাংশ। এটা এখন আরও কমে ০ দশমিক ৮৬ শতাংশ হয়েছে। মাথাপিছু আয়ে ৯০ দশকে পাকিস্তানের চেয়ে ৪৫ শতাংশ পিছিয়ে ছিল বাংলাদেশ। অথচ এখন পাকিস্তানের চেয়ে মাথাপিছু আয়ে ১০ শতাংশ এগিয়ে। উৎপাদন খাতে ভারত-পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নব্বইয়ের দশকে এ খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি ছিল ১৩ দশমিক ২৪ শতাংশ। এখন হয়েছে ১৮ দশমিক ৯৩ শতাংশ। অথচ উৎপাদন খাতে প্রতিনিয়ত পিছিয়ে যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তান।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, একই সময়ে ভারতে উৎপাদন খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ। এখন কমে দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৯৬ শতাংশ। একইভাবে উৎপাদন খাতে পাকিস্তান পিছিয়ে যাচ্ছে। ৯০ দশকে এ খাতে পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫ দশমিক ৪৬ শতাংশ এখন কমে দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক ৫৪ শতাংশ।

নগরায়নেও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের নগরায়ন হার ছিল ১৯ দশমিক ৮১ শতাংশ। এখন বেড়ে হয়েছে ৩৪ দশমিক ১৭ শতাংশ। ভারতে একই সময়ে নগরায়নের হার ছিল ২৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এখন দাঁড়িয়েছে ৩৪ দশমিক ৯২ শতাংশ। পাকিস্তানের নগরায়নে সেভাবে অগ্রগতি নেই। নব্বইয়ের দশকে পাকিস্তানে নগরায়ন হার ছিল ৩০ দশমিক ৫৮ শতাংশ। এখন হয়েছে ৩৭ দশমিক ১৭ শতাংশ। ফলে বাংলাদেশে নগরায়ন বেড়ে চলেছে ভারত পাকিস্তানের তুলনায়।

ভারত-পাকিস্তানকে বাংলাদেশ পেছনে ফেলার অন্যতম কারণ কর্মসংস্থানে নারীর উপস্থিতি বেড়েছে। ৯০ দশকে বাংলাদেশে কর্মসংস্থানে নারী উপস্থিতির হার ছিল ২৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ। এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ। একই সময়ে ভারতে নারীর উপস্থিতি ছিল ৩০ দশমিক ২৭ শতাংশ। এখন কমে দাঁড়িয়েছে ২০ দশমিক ৭৯ শতাংশ। অন্যদিকে নব্বইয়ের দশকে পাকিস্তানে কর্মক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ছিল ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ। এখন হয়েছে ২২ দশমিক ৬৩ শতাংশে। উৎপাদন খাতেও ভারত পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ।

বিনায়েক সেন বলেন, 'নানা সূচকে ভারত-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। নগরায়ন, নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। এসব দেশে যেভাবে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে, বাংলাদেশে নেই। তবে বাংলাদেশের সমতলে যেভাবে এগিয়ে গেছে উপকূল ও পাহাড়ি এলাকা সেভাবে এগিয়ে যায়নি। তবে সরকার এসব এলাকা উন্নয়নে কাজ করছে। বাংলাদেশের সামাজিক সূচক অনেক ভালো।'

অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'আমি হাওরের ছেলে। গ্রামীণ উন্নয়নে আমি কাজ করছি। গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন, কমিনিউনিটি ক্লাব, হাওর উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রকল্পে আমি বেশি নজর দিয়ে থাকি। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এসব কারণে বাংলাদেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।'

মন্ত্রী আরও বলেন, 'সরকার এখন উন্নয়নে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দিকে নজর দিচ্ছে। দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ লোক গ্রামে এবং প্রান্তিক জীবন যাপন করে। তাদের উন্নয়নের সহযাত্রী করতে চায় সরকার। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও স্যানিটারি সেবা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

গ্রামীণ জনপদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিক সচল করেছে। গ্রামীণ জনপদের যে কোন উন্নয়ন কাজে সম্পর্কে সরকারের পূর্ণ সহায়তা রয়েছে। বর্তমানে দেশে উন্নয়ন ও গবেষণা নিয়ে কাজ করা সব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, অধ্যাপক নুরুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্টরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

বৈষম্য ও দুর্নীতি বেড়েছে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অনেক উন্নতি হলেও ধনী গরিবের মধ্যে বৈষম্য ও দুর্নীতি বহুগুনে বেড়ে গেছে। প্রতি মাসেই কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে। বিদেশেও টাকা পাচার হচ্ছে। হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে অনেকে কর ফাঁকিও দিচ্ছে। দুর্নীতি ও বৈষম্যকে তিনি রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবেও আখ্যা দিয়েছেন। গতকাল বিআইডিএস এর সেমিনারে এসব কথা বলেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নুরুল ইসলাম।

অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলাম বলেন, 'স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত রেমিট্যান্স ও রপ্তানি অর্থনীতিতে বড় অবদান রেখেছে। রেমিট্যান্স গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। তিনি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে গবেষণার ওপর জোর দেন।'

একই অনুষ্ঠানে আরেক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান। তিনি বলেন, 'গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের ব্যাপক উন্নয়ন হলেও অনেক ক্ষেত্রে অপশাসন (মেলগর্ভনেন্স) রয়েছে। সুশাসনকে পাশ কাটানো হয়েছে। এসব কারণে রানা প্লাজা, তাজরীন ট্র্যাজেডির মতো ঘটনা ঘটেছে।'

বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনে বিভিন্ন এনজিও ও সংস্থার ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, 'এসব এনজিও গ্রামীণ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। গ্রামীণ ব্যাংক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী সংস্থা। আর ব্র্যাক বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও। এগুলো বাংলাদেশের এনজিও খাতের সাফল্য নির্দেশ করে।'